প্রশ্ন ৩২ গুপ্তযুগে "দেশ" ও "ভুক্তি"র শাসনকর্তাগণ কী নামে পরিচিত? (ব. বি. ২০০৬)

উত্তর। গুপ্তযুগে "দেশ"-এর শাসনকর্তা 'গোপ্তা" এবং ভুক্তির শাসনকর্তা "উপরিক মহারাজা" নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৩৩ গুপ্তযুগের প্রধান কৃষিজ ফসল কী ছিল?

উত্তর। গুপ্তযুগের প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল ধান, গম, তিল, যব ও নানাধরনের তৈলবীজ।

প্রশ্ন ৩৪ গুপ্তযুগের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি কী ছিল?

উত্তর। গুপ্তযুগের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি ছিল—বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প ও কারুশিল্প।

প্রশ্ন ৩৫ প্রাচীন ভারতের গিল্ড পদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (ব. বি. ২০০০)

উত্তর। প্রাচীন ভারতে গিল্ড পদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—(১) শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারিগর, শ্রমিক ও বণিকরা নিজ নিজ শ্রেণির স্বার্থরক্ষার্থে গিল্ড গঠন করতো। অর্থাৎ গিল্ডের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা ছিল গিল্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (২) গিল্ড গঠনের তিনটি উপাদান ছিল যথা বংশানুক্রম, স্থানীয়করণ ও জেথ্থিক পদ।

প্রশ্ন ৩৬ "অগ্রহার" কী?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূমিদান করার প্রথা অগ্রহার নামে পরিচিত। এর ফলে জমির ওপর রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে রাজনীতি, সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে দেখা দেয় আঞ্চলিকতা।

প্রশ্ন ৩৭ প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি কী ছিল?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ভূমিদান বা অগ্রহার এবং মধ্যভূম্যধিকারীদের আবির্ভাব। এছাড়া ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বা বাণিজ্যের অবনতি ও মুদ্রার অভাব।

প্রশ্ন ৩৮ শ্রেঠ্ঠি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। শ্রেঠ্ঠি বলতে প্রাচীন ভারতের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীদের নেতাকে বলা হতো। আবার বিভিন্ন লেখ থেকে বলা যায় যে, শ্রেঠ্ঠি ছিলেন গৃহপতি শ্রেণির সর্বাপেক্ষা অভিজাত প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ৩৯ "অনুলোম" বিবাহ কী?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হলে তা অনুলোম বিবাহ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৪০ "প্রতিলোম বিবাহ" কী?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের পাত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হলে তা প্রতিলোম বিবাহ নামে পরিচিত হতো।

প্রশ্ন ৪১ প্রাচীন ভারতে কয় প্রকার বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল?

উত্তর। ব্রাহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, আর্য-বিবাহ, প্রজাপাত্য-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ, আসুর-বিবাহ, রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচ-বিবাহ।

প্রশ্ন ৪২ প্রাচীন ভারতে বিবাহের উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল যথা—ধর্মপালন, বংশরক্ষা, রতি।

প্রশ্ন ৪৩ "স্ত্রীধন" বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। প্রাচীন ভারতে "স্ত্রীধন" বলতে বোঝানো হতো মেয়েদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এগুলি ছিল সাধারণত অলঙ্কার ও পোষাক। স্ত্রীর মৃত্যু হলে এই সম্পত্তি স্বামী অথবা ছেলে পেত না, তা পেত মেয়েরা।

প্রশ্ন ৪৪ গুপ্তযুগের কয়েকটি গুহামন্দিরের নাম লেখো।

উত্তর। গুপ্তযুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুহামন্দির ছিল অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরির গুহামন্দির।

Scanned with CamScanner